খালেদের গল্প

জন মার্টিন

খালেদের গল্প দিয়ে লেখাটা শুরু করি। খালেদ ইংল্যান্ডে বড় হয়েছে। লেখা পড়া করেছে ইংল্যান্ডে। বাংলাদেশে ছেলেমেয়েদের উপড় গবেষণার কারনে দীর্ঘদিন বাংলাদেশে থাকতে হবে। সেই সময় সে সেভ দ্যা চিলড্রেন ইউকে তে কাজ শুরু করে। খালেদের দুটা বিড়াল আছে। প্রতিদিন অফিসে ওর বিড়ালের গল্প শুনতে হতো। বিড়াল কি খায়, বিড়ালকে কি ভাবে গোসল করায়,বিড়ালের ওজন কত ইত্যাদি। আমি সরল মনে খালেদ কে জিজ্ঞেস করি "এতো দামী খাবার না কিনে মাছের কাটা দিলেই তো পারেন? " মনে হোল প্রশ্নটি করে আমি মহা পাপ করে ফেললাম। খালেদ এক বিশাল লেকচার দিল। "জানেন? ঐ কাঁটা বিড়ালের গলায় আটকে যেতে পারে। বিড়াল মুখে ব্যাথা পেতে পারে---ইত্যাদি, ইত্যাদি"। আমি কি বলবো ঠিক বুঝতে পারলাম না। শুধু মনে মনে বললাম "একেই বলে ফুটানি"। সারা জীবন দেখলাম বিড়াল এঁটো-কুটো আর মাছের কাঁটা খেয়ে বড় হয়-আর খালেদ কিনা শিখাচ্ছে বিড়ালকে কি খাওয়াতে হবে? সেদিন আর অফিস করতে পারিনি। মাথার পিছনে কেমন জানি চাপ অনুভব করছিলাম।

সেভ দ্যা চিলড্রেনে আমরা সবাই একসাথে দুপুরে চা খেতাম। সেদিন খালেদের জন্য কেক আনা হয়েছিল কারন ও ছুটিতে আমেরিকা ঘুরতে যাচ্ছে। চা খাবার সময় খালেদ জানালো যে ওদের সাথে বিড়ালটাও যাচ্ছে। প্লেনে বিড়ালের জন্য বিশেষ খাঁচার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওরা যে হোটেলে থাকবে সেখানে বিড়ালের দেখা শোনার জন্য বুকিং দেওয়া হয়েছে। আমি এবার সাবধানে হাসলাম। তবে খেয়াল করলাম আমার সাথে আরো দু'এক জনও খুব সাবধানে হাসছে। আমি যে এই গল্পটি কত মানুষকে বলেছি আর হেসেছি তার হিসাব নেই। আমি মোটামুটি হিসাব কষে ফেলেছি যে খালেদের মাথার একটা স্ক্রু ঢিলা। সেই স্ক্রু ঢিলা খালেদ আরেক কান্ড ঘটাল শরিয়তপুরে। সেভ দ্যা চিলড্রেন সিনিয়র ম্যানেজারদের নিয়ে পাঁচ বছরের পরিকল্পনার জন্য ঢাকার বাইরে স্ট্রাটেজিক প্ল্যানিং এর আয়োজন করল। আমরা প্রায় ১০-১২ জন পাঁচ দিনের জন্য শরিয়তপুরে গেলাম । ওখানে আমাদের বিশাল একটি প্রজেক্ট ছিল। পুরো প্রজেক্ট অফিসে ছোট ছোট ঘর, সাথে একটা টয়লেট। এমন অজ পাড়া গাঁয়ে এই রকমের থাকার ব্যবস্থা অবাক করারই কথা। সেভ দ্যা চিলড্রেনে একটি বিষয় খুব সমাদৃত ছিল-আর তা হলো নিজের মতামত প্রকাশ করার অগাধ স্বাধীনতা। সাইমন মলিসন একজন ব্রিটিশ মনোবিজ্ঞানী। সে ছিল এই সংঘঠনের প্রধান এবং এই মুক্ত আলোচনার হোতা। পাঁচ দিনের এই মিটিং যেন এক ঘেয়ে না হয় তার জন্য কত পরিকল্পনা। গিয়াস ভাই মজা করার জন্যই প্রস্তাব দিল যে গ্রামের হাট থেকে একটা খাসী কিনে জবাই করে সবাই খাব। ব্যস.. প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল। হাট থেকে একটি কাল রঙের খাসী কিনে আনা হোল। সবাই সন্ধ্যা বেলা খাসী দেখলাম। হাস্য রসের গল্প হোল। কিন্তু পরের দিন সকালে চায়ের টেবিলে খালেদ ঐ খাসী নিয়ে এক গাঁদা প্রশ্ন তুললো। খাসী কে কাটবে? সেই লোকের খাসী কাটার অভিজ্ঞতা আছে কিনা? কোন ছুড়ি দিয়ে কাটা হবে? কাটার সময় খাসী কত খানি কষ্ট পাবে? খাসীটা মরতে কত সময় লাগবে? আমাদের শীতের সকালে চায়ের টেবিল গরম হয়ে উঠলো। বলে কি? এসব ফালতু প্রশ্নের কোন মানে আছে? কিন্তু ঐ যে মতামত প্রকাশের সমান অধিকার । অতএব প্রত্যেকের কথা শুনতে হবে। আমরা সবাই খালেদের বিরুদ্ধে বিষ বাষ্প ছুড়লাম। কিন্তু খালেদ তার মতামতে অনঢ়। ওকে কিছুতেই বুঝানো যাচ্ছে না যে ওর প্রশ্ন গুলো অর্থহীন। ঢাকার কষাইখানার উদাহরন দেওয়া হোল। কিন্তু না উনি কিছুতেই টলবেন না। অতএব সে দিন আর খাসী জবাই হোল না। সারা দিনের মিটিং এ বেশ একটা চাপা উত্তেজনা অনুভব করলাম। খালেদ সন্ধ্যার দিকে একটু নরম হোল। নতুন কিছু শর্ত দিল।

এক . খাসীটিকে খুব কম ব্যাথা দিয়ে জবাই করতে হবে। (কথাটা শুনে সবাই মুচকি হাসল। কিন্তু মাংস খাবার লোভে মেনে নিল)

দুই. দুই জন মিলে খুব অল্প সময়ে জবাই করতে হবে।

তিন. ছুড়িটি নতুন করে ধার দিতে হবে। (তখনই ছুড়ি ধারের ব্যবস্থা হোল।)

চার. আমাদের প্রত্যেক কে খাসিটাকেএকটু আদর করে দিতে হবে।

এবার আর কেউ হাসি থামাতে পারলো না। সবুর ভাই তো খালেদকে পাগলই বলে ফেলল । আমরা বেশ মজা পাচ্ছিলাম ওর পাগলামো দেখে। ওকে কত নামে সম্বোধন করলাম। কিন্তু খালেদ ওর জায়গা থেকে সরে দাড়ালো না। পরের দিন আমরা সত্যি সত্যি লাইন ধরে ঐ খাসীকে আদর করলাম- এবং তার পর খাসি জবাই হোল।

রাতে খাবারের সময় সবুর ভাই রস করে বলছিল -সবাই একটু আস্তে কামড় দিবেন- আর আদর করে খাবেন যেন খাসী কষ্ট না পায়। খাবার টেবিলে হো হো হাসির রোল। আমি সবার সামনে আমার ছোট বেলার কোরবানী দেখার প্রতিযোগিতার গল্প বললাম। ঈদের সময় বন্ধুদের সাথে দল বেধে কোরবানী দেখতে যেতাম। হাতে রক্ত লাগিয়ে দেয়ালে ছাপ দিতাম। বললাম সেই লোমহর্ষক ঘটনা- যখন অর্ধেক কাটা গলা নিয়ে গরু সবাইকে ছিটকে ফেলে দৌড় দিয়েছিল । নিজেকে বেশ বীর পুরুষই মনে হচ্ছিল। কিন্তু খালেদের কথা ছিল একটিই- এই পশু গুলোর ও জীবন আছে। এদেরও ভালবাসা যায়। খালেদের সেই পশু প্রেম বুঝার জন্য আমাকে দীর্ঘ অনেক বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে।

আমরা তখন সবে অষ্ট্রেলিয়ায় এসেছি । আমি ঋভু মৌসুমী রাস্তার ফুটপাতে হাটছিলাম। হঠাৎ দেখি রাস্তায় একটি বড় ফড়িং পড়ে আছে। উড়তে পারছে না। পাশ দিয়ে হেটে যাচ্ছিল ২০-২৫ বছরের যুবক যুবতী। দুজন উঠতি বয়সী তরুণ-তরুণী ঐ ফড়িংটাকে সযত্নে গাছে তুলে দিল। যে কাজটি ওরা করল সে কাজটি আমরা করতে পারলাম না কেন? এই ঘটনা যে আমি কত জায়গায় বলেছি। এই সব ঘটনা নিয়ে বাংলা সিডনীতে লিখে ছিলাম "আমাদের ঘুঘ পাখী " নামের একটি লেখায়। পুরানো সেই লেখাটি আবারও এই লেখার সাথে জুড়ে দেয়ার জন্য বাংলা-সিডনীকে অনুরোধ করেছি। লেখাটি পড়ার জন্য অনুরোধ করব।

আমাদের অফিসের এক জন মহিলা প্রায় তার বাচ্চার কথা বলত । বাচ্চার জন্য কি কাপড় কিনল , বাচ্চাকে নিয়ে কোথায় কোথায় বেড়াতে যায়, ওর বাচ্চা কত সুন্দর আর স্মার্ট। আমি ও সেই সাথে আমার থলি খুলতাম। বলতাম আমার বাচ্চার গল্প। মহিলাটি বসত হেড অফিসে-তবে আমার সাথে প্রতি মাসে অন্তত একবার দেখা হতো। এক দিন হেড অফিসে গিয়ে গল্প শেষে ও বলল আমার অফিসে আসো- আমার বাচ্চার নতুন ছবি দেখাবো। আমি তোমার জন্য কফি নিয়ে আসছি। আমি ওর অফিসে গিয়ে বসলাম। সুন্দর করে সাজানো। পরিবারের অনেক ছবি। আমি ওর বাচ্চার ছবি খুঁজছিলাম। কোথাও দেখলাম না। মহিলা দুই কাপ কফি নিয়ে অফিসে ঢুকল।

-কি আমার বাচ্চার ছবি দেখেছো?

-না তোমার জন্য অপেক্ষা করছি। কোথায়?

-"এই যে দেখ। কি কিউট" কথাটি বলে কম্পিউটারের স্ক্রীন দেখালো। আমি ছবির দিকে তাকিয়ে বলতে যাচ্ছিলাম "বাচ্চার ছবি কোথায়?" কারন ঐ স্ক্রীনে বাচ্চার কোন ছবি ছিল না। কিছু না বলে তাকিয়ে ছিলাম। ও আবার বলল "সুন্দর না?"আমি কম্পিউটারে ওর সাথে একটি কুকুরের বাচ্চার ছবির দিকে তাকিয়ে বললাম "ভেরি কিউট"। এই মহিলাকে আমি চিনতাম দুই বছর। এই দুবছরে আমি বুঝতে পারিনি ওর বাচ্চা মানে ওর কুকুর। এই ঘটনার ঘোর কাটতে আমার সপ্তাহ খানেক সময়

লেগেছে। সে দিনও আমি নিজেকে এই প্রশ্ন করেছি আমার সাথে ওর তফাৎটা কোথায়? তফাৎ আসলে বিশাল। কারন আমি দেখেছি কুকুর বিড়াল ঘরের উচ্ছিস্ট খেয়ে বড় হয়। কুকুর বিড়াল অনাদরে রাস্তা ঘাটে বড় হয়। ছোট বেলায় রাস্তা ঘাটে কুকুর বিড়াল দেখলেই হয় লাথি মারতাম, না হয় ঢিল , না হয় তাড়া করতাম। কবুতর বা ঘুঘু পাখী দেখলে গুলতি বা এয়ারগান খুঁজতাম। মুরগী দেখলে রানটা খেয়াল করতাম। পশু পাখী আমার কাছে ছিল কেবলই খাবার। এই খাবারের প্রতি আমার ভালবাসা জন্মাবে কেন? বাজার থেকে মুরগী কিনে এক হাতে জবাই করে বাহবা কুড়াতাম। এসব গল্প আমার ছেলে শুনে আর চোখ বড় করে তাকিয়ে থাকে। ও এখন ও মুরগী জবাই দেখেনি। ছোট বেলায় ওর যন্ত্রনায় কোন পোকা মাকড় মারা যেত না। আমার মেয়ের যন্ত্রনায় এখন পিপড়া মারা যায় না। ঘড়ে কোন পোকা মাকড় ঢুকলে কড়া নির্দেশ দেয় "ওদের বাইরে বের করে দাও"। অনেক কষ্টে মাকড়সা এবং তেলাপোকা স্প্রে দিয়ে মারার পারমিশন পেয়েছি। ওরা কোথা থেকে শিখলো? নিশ্চয় খালেদের কাছ থেকে নয়? খালেদের কথা বুঝতে আমার প্রায় ১২ বছর সময় লাগলো।

আবার অনেকদিন পর খালেদের কথা আমার মনে হোল। অষ্ট্রেলিয়ার গরু ইন্দোনেশিয়ায় জবাই এর দৃশ্য দেখে। অষ্ট্রেলিয়ার মেষপালকেরা ভীষন ক্ষুব্ধ এবং মর্মাহত। নিজেদের আদরে বড় করা এই পশুগুলোকে এইভাবে কষ্ট দিয়ে মারার ঘোর বিরোধী। অষ্ট্রেলিয়ায় পশুদের আগে অজ্ঞান করে তারপর জবাই করা হয় যেন- ঐ পশুর কষ্ট না হয়। আমি অনেক দিন পর আবার বুঝার চেষ্টা করছিলাম আমার সাথে অষ্ট্রেলিয়ার ফার্মারদের তফাৎ টা কি? আমি মেলবর্নে এক জন বাঙ্গালীকে চিনি যার র্ফামে অনেকগুলো গরু আছে। সে গরু গুলোকে নাম ধরে ডাকে আর ওরা তার কাছে ছুটে আসে। সে নিজের হাতে ওদেরকে খাবার দেয়। আদর করে। এই "আদর" আর 'সম্পর্ক'কে ঠিক কিভাবে বিশ্লেষন করব জানি না। তবে এটা নিশ্চিত ঐ বাঙ্গালীর গরুকে ও যদি ঐ মালয়েশিয়ান ষ্টাইলে জবাই করা হয় তবে তার প্রানও কেঁদে উঠবে । আমাদের চোখ কেবলি খুঁজে মাংসের চাপ আর রান। ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন কষাই খানায় কিভাবে গরু জবাই করা হয় তা টেলিভিশনে দেখিয়েছে। আমার ধারনা বাংলাদেশে এই জবাই প্রক্রিয়া আরো ভয়াবহ! অষ্ট্রেলিয়া এই জবাই প্রক্রিয়ায় খুব্ধ ,এবং মর্মাহত। ওরা এখন আর ইন্দোনেশিয়ায় গরু পাঠাবে না। কারন ওদের আদরে বেড়ে উঠা গরু গুলোকে এভাবে কষ্ট দিয়ে জবাই করা ওরা মেনে নিতে পারছে না। ভাবুন তো ওরা ইন্দোনেশিয়ায় গরু না পাঠিয়ে যদি বাংলাদেশে গরু পাঠাতো তাহলে কি হোত? অষ্ট্রেলিয়া কি একই অভিযোগ আনতো? যদি অষ্ট্রেলিয়া ঐ একই অভিযোগে বাংলাদেশে গরু পাঠানো বন্ধ করে দিত তাহলে বাংলাদেশের মানুষ কি বলত? কি করত? আমি নীচে কতগুলো সম্ভাব্য উত্তর দিলাম। দেখুন তো আপনার উত্তরের সাথে এগুলো মিলে যায় কিনা?

১,বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবাদ মিছিল হত। যার স্লোগান এমন হতে পারে-

ক. আমার গরু আমি কাটবো তুমি বলার কে?

খ. গরু নিয়ে আলগা দরদ-চলবে না চলবে না।

২.ঢাকায় অষ্ট্রেলিয়ান এ্যামব্যাসী ঘেরাও হোত। কিছু উত্তেজিত মাংস প্রেমী এ্যামব্যাসীতে আগুন দেবার পায়তারা করতো।

৩.কেউ কেউ এটাকে সরাসরি ধর্মের উপড় হামলা বলে জনগনকে উত্তেজিত করতো। মৌলবাদী গ্রুপ এই ইস্যু নিয়ে বিবৃতি দিতো এই বলে যে এটা বিধর্মী দেশের ইসলামের উপর আক্রমন। অতএব এরা কাফের।

৪.পশু ভালবাসেন এমন কিছু লোক কথা বলার চেষ্টা করতো এবং তারা ধোপে টিকতো না।

এই তালিকায় আপনি আরো যোগ দিতে পারেন।

আরো অনেক কিছুই হয়ত হবে কিন্তু যে বিষয় টি সম্পূর্ন উপেক্ষিত হবে তা হলো পশুর জন্য অষ্ট্রেলিয়ার মানুষের ভালবাসা! আমার একটি কথা জানতে ইচ্ছা করে। অষ্ট্রেলিয়া যদি বাংলাদেশে এই অভিযোগে গরু পাঠানো বন্ধ করতো যে বাংলাদেশে

পশুকে বর্বরের মত হত্যা করা হয়, তাহলে এই আমরা যারা এই দেশে আছি তারা কি করতাম? কাদের পক্ষে কথা বলতাম? আমরা কি পশু জবাই এর এই প্রক্রিয়ার সাথে এক মত?

আমরা পশু পাখীকে ভাল বাসতে পারি না কেন? এই প্রশ্নটি আমার এক বন্ধুকে করতেই সে সোজা সাপ্টা উত্তর দিল "কারন পশুকে আমরা মানুষই মনে করি না।" তারপর এক অট্টহাসি। আমরা শিখেছি মানুষ কেবল মানুষকেই ভালবাসে। পশুকে নয়। পশু পাখী হচ্ছে জবাই দেবার বস্তু। আমরা ঐ পশু পাখী জবাই এতই পছন্দ করি যে মানুষকেও 'মুরগী জবাই' দেই। সহজ সমীকরনটি হচ্ছে জবাই করা সহজ কাজ। অতএব আসুন জবাই করি। কি পশু ..কি মানুষ। এই জবাই করার অভ্যাসটি কোথা থেকে পেলাম? এটা কি আমাদের দারিদ্রতার কারন? এখানে কি আমাদের পূর্ব পুরুষের কোন প্রভাব আছে? আছে কি কোন ধর্মীয় প্রভাব? কোন বই বা কোন নিয়ম বলে যে পশু পাখীকে এভাবে কষ্ট দিয়ে জবাই করতে হবে? আমি এমন সত্য ঘটনাও শুনেছি যে একজন মানুষ তার পোষা কুকুরকে মুখে মুখ লাগিয়ে ফুঁ দিয়ে বাতাস দিয়েছে যখন কুকুরটির শ্বাস কস্ট হচ্ছিল। বিশ্বাস হয়? এইসব ঘটনা কি বিশ্বাস হয়?ওরা যদি পশু পাখীকে এভাবে ভালবাসতে পারে তাহলে আমরা পারি না কেন? আমরা কি এতই ক্ষুধার্ত ? কিন্তু এটা তো সত্য যে আমরা মহেশের মত গল্প পড়েছি?

আসলে বিষয় টি এমন নয় যে অষ্ট্রেলিয়ান ছাড়া অন্য মানুষের প্রান কাঁদে না। আমাদের প্রান কাঁদতে পারে। কারো কাঁদে ১২ বছর পর আর কারো কাঁদে ৫০ বছর পর (অবশ্য কারো প্রান কাঁদবে না কখনও!!)। কাঁদার পরিবেশটি তৈরী করাই মূখ্য কাজ। সব শেষে একজন পরিবেশ বাদীর একটি কথা সবাই কে জানাতে চাই। এই মহিলা সারা জীবন শিম্পাঞ্জীর জীবন যাত্রার উপড় গবেষনা করেছেন। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন-"ত্রিশ বছর আগে একদিন খাবার টেবিলে আমাকে মাংস খেতে দেওয়া হয়েছিল। আমি সেই মাংসে সেদিন কেবল দেখেছি কষ্ট, যন্ত্রনা, আর কান্না। সেদিন থেকে আমি আর কোন দিন মাংস খাইনি।"

আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে- আপনি কি ভাবছেন?

জন মার্টিন
প্রবাসী মনোবিজ্ঞানী
probashimartins@gmail.com